শিক্ষিকা হত্যা মামলার ৩ আসামিকে বরখাস্ত করল ইবি প্রশাসন

ইবি সংবাদদাতা
০৭ মার্চ ২০২৬, ০৪:২৬ পিএম

বরখাস্ত হওয়া শিক্ষকরা। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যা মামলায় নাম আসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে প্রশাসন।

শনিবার (৭ মার্চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হকের স্বাক্ষরিত পৃথক তিনটি বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তিরা হলেন সমাজকল্যাণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্যাম সুন্দর সরকার, সহকারী অধ্যাপক মো. হাবিবুর রহমান এবং বিভাগের সাবেক সহকারী রেজিস্ট্রার ও উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা সিদ্দিকা হলের সহকারী রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ কুমার বিশ্বাস।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ সালের ১৫৪ ধারা অনুযায়ী থানায় দায়ের করা মামলার প্রাথমিক তথ্যে তাদের নাম আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি শৃঙ্খলা বিধির ১৫ (খ) ধারা অনুযায়ী তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে বরখাস্তকালীন সময়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী জীবনধারণ ভাতা পাবেন।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক বলেন, 'একজন কর্মকর্তা ও দুইজন শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। হত্যা মামলার আসামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হতে পারে না। ইতোমধ্যে এ ঘটনায় তদন্তের জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত বুধবার (৪ মার্চ) আসমা সাদিয়া রুনাকে নিজ অফিসকক্ষে ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তার পাশে বিভাগের সাবেক কর্মচারী ফজলুর রহমানকে গলায় ছুরিকাঘাত করা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তিনিই শিক্ষক রুনাকে হত্যা করেছেন বলে জবানবন্দি দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) জানাজা শেষে কুষ্টিয়া পৌর কবরস্থানে রুনাকে দাফন করা হয়। বৃহস্পতিবার নিহতের স্বামীর এজাহার দায়েরের পর শুক্রবার (৬ মার্চ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মূল অভিযুক্ত ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।